ওসমানী থেকে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর দাবিটি আবারো জোরালো হচ্ছে

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর থেকে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ও আভ্যন্তরীন সকল রুটে ফাইট চালুর দাবিটি আবারো জোরালো হচ্ছে। সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিটি বাস্তবায়নে সোচ্চার হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন। এরই ধারাবাহিকতায় এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব) সিলেট অঞ্চল অর্থমন্ত্রী, বিমানমন্ত্রীসহ সংশিষ্টদের কাছে কয়েক দফা লিখিত দাবি জানিয়েছেন।

আবেদনে তারা সিলেটের প্রবাসীদের বিভিন্ন দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরেন। তারা বলেন, প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেটের বিমান যাত্রীরা যাতায়াতে নানাভাবে হয়রানীর শিকার হচ্ছেন। একদিকে যাত্রীরা প্রতিনিয়ত শিডিউল বিপর্যয়ে পড়ছেন, অন্যদিকে ট্রানজিটের নামে ঢাকায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে থাকছেন। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের যাত্রীরা নিজেদের শিশু সন্তান নিয়ে অন্তহীন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। অথচ বিমান কর্তৃপ এসব দেখেও না দেখার ভান করে রহস্যজনক নিরব ভূমিকা পালন করছেন।

গত ২৩ জানুয়ারি আটাব সিলেট অঞ্চলে অর্থমন্ত্রীর নিকট একটি লিখিত আবেদন করেন। সিলেট অঞ্চলের চেয়ারম্যান আব্দুল জব্বার জলিল স্বারিত এই আবেদনে জরুরী ভিত্তিতে সিলেট থেকে সরাসরি আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন ফাইট চালুর দাবী জানানো হয়। আবেদনে বলা হয়, সিলেট অঞ্চলের ৮০ ভাগ প্রবাসী শুরু থেকেই বিমান

বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যাত্রা করেন। নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে যাতায়াত করলেও হয়রানী যেন তাদের নিত্যসঙ্গী। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের দুর্ভোগ নিত্য নৈমিত্তিক একটি ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এতে একদিকে যেমন প্রবাসীরা মানসিকভাবে বির্পযস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে বিমানকেও প্রশ্নের মুখে দাড় করানো হচ্ছে। আবেদনে বলা হয়, আটাব ও প্রবাসীদের দাবির প্রেরিত ওসমানী থেকে সরাসরি যুক্তরাজ্যে ফাইট চালু করা হয়। অথচ অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে কিছুদিন পর তা বন্ধ করে দেয়া হয়। একই সাথে সিলেট-ঢাকা-সিলেট আভ্যন্তরীন ফাইটও বন্ধ করা হয়। ফলে যাত্রীদের টিকেট কনফার্ম করেও যথাসময়ে ফাইট দেয়া সম্ভব হয় না। এজন্সিগুলো কথামত বা চাহিদামত টিকিট দিতে পারে না। এছাড়া এসব ফাইট বন্ধের কারণে অধিকাংশ সময় আন্তর্জাতিক ফাইটে সিট খালি যায়। এতে মারাত্মক অর্থনৈতিক তির সম্মুখিন হচ্ছে রাষ্ট্রের পতাকাবাহী এ প্রতিষ্ঠান। তাই অবিলম্বে সিলেটবাসীর স্বার্থে সরাসরি ফাইট চালু করতে অর্থমন্ত্রীর তৃড়িৎ হস্তপে কামনা করা হয়। আবেদনের এই কপিটি বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী, বিমানের এমডি ও জেলা ব্যবস্থাপক বরাবরও প্রেরণ করা হয়।

সিলেট নগরীতে দুই হাজার ব্যানার ফেস্টুন অপসারণ

টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সিলেট নগরীতে যত্রতত্রভাবে সাটানো অবৈধ ব্যানার ফেস্টুন অপসারন করার অভিযানে নেমেছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন। এ পর্যন্ত দুই হাজারেরও বেশী ব্যানার ফেস্টুন অপসারণ করা হয়েছে বলে সিটি কর্পোরেশন সূত্র জানিয়েছে। ২৩ জানুয়ারী থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান প্রতিদিন বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলছে।

এরই মধ্যে সিলেট নগরীর বন্দরবাজার, সুরমা মার্কেট, জিন্দাবাজার, চৌহাট্টা, আম্বরখানা, নয়াসড়ক, জেলরোড, নাইওরপুল, সোবহানীঘাট, উপশহর, শিবগঞ্জ, মিরাবাজার, সুবিদবাজার, রিকাবীবাজার, লামাবাজার, তালতলা, শাহী ঈদগাহ, টিলাগড় এলাকায় একাধিকবার অভিযান চালানো হয়েছে। এসব জায়গায় অভিযানের পাশাপাশি দক্ষিণ সুরমায় এবং নগরীর অলিতে গলিতে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অভিযান চালানো হবে।

সিটি কর্পোরেশনের সংশিষ্ট দপ্তর জানায়, ২৩ জানুয়ারী ৯ শ ৭৩টি ব্যানার ফেস্টুন, ২৪ জানুয়ারী ৭শ ৫৭টি এবং ২৫ জানুয়ারী ৬শ ১৫টি ব্যানার ফেস্টুন অপসারণ করা হয়েছে। সিলেট সিটির চীফ কনজারভেন্সী অফিসার মো: হানিফুর রহমানের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের দল এই অভিযান পরিচালনা করছে।

অভিযানের ব্যাপারে চীফ কনজারভেন্সী অফিসার মো: হানিফুর রহমান বলেন, আসন্ন টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সিলেটকে সুন্দর রাখার স্বার্থেই এই অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে নগরীতে যত্রতত্রভাবে লাগানো ব্যানার ফেস্টুন অপসারণ করা হচ্ছে। হানিফুর রহমান জানান, কোন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন একাধিকবার অপসারণ করার পরও পুনরায় সাটানো হলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি জানান, ব্যানার ফেস্টুন অপসারণের পর নগরীতে অবৈধভাবে গড়ে তোলা বিলবোর্ডও অপসারণে নামবে সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

জামায়াত নেতা জয়নাল আবেদীনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

জৈন্তাপুর উপজেলা চেয়ারম্যান পদে জামায়াত নেতা জয়নাল আবেদীনের মনোনয়পত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার বিকালে রিটার্নিং অফিসার ঋণখেলাপের অভিযোগে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করেন।

মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ হিসাবে জানানো হয়, জয়নাল আবেদীন ব্রাক ব্যাংকের কুমিলা শাখার ঋণখেলাপী। এ কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। পরে জয়নাল আবেদীন জানান, ব্রাক ব্যাংকের কুমিলা শাখায় তার কোন লেনদেন নেই, এমনকি তিনি ওই শাখার কোন খেলাপী গ্রাহক। এ প্রেক্ষিতে রিটার্নিং অফিসার বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে(সিআইবি) যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জানানো হয়, জয়নাল আবেদীন নামের ওই ব্যক্তি কুমিলার বাসিন্দা। ওই ব্যক্তির নাম ও পিতার নামের সাথে জৈন্তাপুরের চেয়ারম্যানের নাম ও পিতার নামের মিল রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ডাটাবেজ পুন:পরীক্ষান্তে জানায়, জৈন্তাপুরের জয়নাল আবেদীন ঋণখেলাপী থেকে মুক্ত।

THE LAW ADVISERS

Legal Services

(A Firm Specialised On Immigration Law)

- যে কোন ইমিগ্রেশন আপিল
- TIER-1,2 & 4
- হিউম্যান রাইটস এ্যাপ্লিকেশন
- বেইল এ্যাপ্লিকেশন
- ডিটেনশন / ডিপোর্টেশন
- স্পাউস ভিসা / এন্ট্রিক্লিয়ারেন্স এ্যাপ্লিকেশন
- স্টুডেন্ট ভিসা
- চাইল্ড সেটেলমেন্ট আন্ডার ৭ ইয়ার রুল
- ভিজিটর ভিসা
- ইনডিফিনিট লিভ-টু-রিমেইন / সেটেলমেন্ট
- বিজনেস মাইগ্রেশন / এন্টারপ্রেনার এ্যাপ্লিকেশন
- স্পন্সর লাইসেন্স ফর ওয়ার্ক পারমিট
- ডকুমেন্ট এটাসটেশন
- পাওয়ার অব এটর্নী
- স্পন্সরশীপ ডিক্লারেশন
- ইউরোপিয়ান রেসিডেন্স পারমিট
- সিভিল পেনাল্টি

- All Immigration Appeal
- Tier-1,2 & 4 Application & Appeal
- Human Rights Application & Appeal
- Bail Application
- Detention/Deportation
- Spouse Visa / Entry Clearance Application
- Student Visa
- Child Settelment Under 7 Years Rule
- Visitor Visa
- Indefinite Leave to Remain
- Business Migration/
- Entrepreneurs Application
- Sponsor Lincense for work permit
- Documents Attestation
- Power of Attorney
- Sponsorship Declaration
- EU Residence Permit
- Civil Penalty

- আমরা বিভিন্ন ধরণের ইমিগ্রেশন আপিলে অভিজ্ঞ এবং দক্ষতার সাহিত কোর্ট রিপ্রেজেন্টেশন করে থাকি।
- আমরা একই দিনে হোম অফিস থেকে ভিসা করিয়ে থাকি।

135 Commercial Road, Second Floor
London E1 1PX
Phone : 0207 247 4428
Mobile: 07931 337 485
Fax: 0207 247 4428
Email: thelawadvisers@gmail.com

We are open: 10am - 6.00pm (Mon-Fri)

OISC
This firm authorised by the OISC at the highest level

M.A. Halim Sarker
LLB (Hons), PgDL(LPC),GCILEx

শ্রীমঙ্গলে চা উৎপাদনে রেকর্ড

দেশে চা উৎপাদনের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। চা শিল্পের ১৫৯ বছরের ইতিহাসে সদ্য সমাপ্ত মৌসুমে (২০১৩) সর্বোচ্চ উৎপাদন অর্থাৎ ৬ কোটি ৩৫ লাখ কেজি চা উৎপাদনের আশা করছেন সংশিষ্টরা।

২০১২ সালে দেশে সর্বোচ্চ ৬ কোটি ২৬ লাখ ২০ হাজার কেজি চা উৎপাদন করে চা শিল্প রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। যা ২০০৫ সালের বহুল আলোচিত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। ২০০৫ সালে দেশে সর্বোচ্চ চা উৎপাদন হয়েছিল ৫ কোটি ৯৬ লাখ ১০ হাজার কেজি।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) ড. কাজী মোজাফর হোসেন এমন তথ্য জানিয়ে বলেন, 'চা শিল্পের জন্য নেয়া স্ট্র্যাটেজিক প্যান ভিশন-২০২১ বাস্তবায়িত হলে দেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০ মিলিয়ন কেজি।' উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) ড. কাজী মোজাফর হোসেন বলেন, 'স্ট্র্যাটেজিক প্যান ভিশন-২০২১ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে যে অর্থ চাওয়া হয়েছে তা পেলে আগামী ১০ বছরে দেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০ মিলিয়ন কেজি।'

বর্তমানে বিদেশে প্রায় দেড় মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি হচ্ছে। ভিশন-২০২১ বাস্তবায়িত হলে ২০ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। অবশিষ্ট ৮০ মিলিয়ন কেজি চা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে পারবে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ হারিয়ে যাওয়া বাজার ফিরে পাবে।

শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরিচালক হারুন অর রশিদ সরকার জানান, গত মৌসুমে দেশে চায়ের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬০.৫ মিলিয়ন কেজি। তবে অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ, নতুন চা এলাকা সম্প্রসারণ, ক্লোন চা গাছের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং চা বোর্ডের নজরদারির ফলে গত মৌসুমে চা শিল্পের ইতিহাসে সর্বোচ্চ চা উৎপাদিত হয়েছে।

শাহ কিবরিয়ার ১০ম মৃত্যুবার্ষিকে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

সোমবার বিকাল ৪টায় স্থানীয় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সাবেক সফল অর্থমন্ত্রী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কূটনীতিক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদেষ্ঠা মন্ডলীর সাবেক সদস্য, বৃহত্তর সিলেটের কৃতি সন্তান শাহ এ এম এস কিবরিয়া এর ১০ম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শ্রমিক লীগ, সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শ্রমিকলীগের সহ সভাপতি প্রকৌশলী এজাজুল হক এজাজের সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক শামীম রশীদ চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা পরিষদ প্রশাসক ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান। সভায় বক্তব্য রাখেন মহানগর শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, জেলা শ্রমিকলীগের সহ সভাপতি ও টিএন্ডটি সিবিএর সভাপতি আব্দুল জলিল, সহ সভাপতি আব্দুস সাত্তার, পানি ও সিবিএর সভাপতি জমশেদ বকত মনন, হকার্স লীগের সভাপতি আউয়াল হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্যুৎ সিবিএর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর খান, জেলা হোটেল শ্রমিক লীগের সভাপতি আজিজুর রহমান, মহানগর শ্রমিকলীগের যুগ্ম সম্পাদক শামীম ইকবাল, অগ্রণী ব্যাংক সিবিএর সভাপতি সুশান্ত দেব, ক্রীড়া সম্পাদক শাহ আল সুরুক, কোষাধ্য ও গণপূর্ত সিবিএর সভাপতি একে এম আনোয়ার হোসেন, সহ সম্পাদক ও নির্মাণ নির্মাণ শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম, স্বর্ণ শিল্প শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক সমরেন্দ্র সিংহ, জেলা যুব শ্রমিকলীগের সভাপতি প্রণয় ঘোষ, রেল ও শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল হক, জেলা শ্রমিকলীগের ইনসান আলী, শাহ আলম, মোঃ নিয়াজ খান, আতিকুর রহমান আতিক, শেখ সেলিম, কিবরিয়া আহমদ অপু, আব্বাস উদ্দিন, আব্দুল গফফার, শহিদুল ইসলাম, মীর ইয়াকুত আলী দুলাল, রাজ উদ্দিন রাজন, আব্দুর রকিব, রায়েন্দ্র বসু, অপূর্ব চন্দ্র দাস, বিধু ভোষণ চক্রবর্তী, আদনান খান হেলাল, সিবিএ নেতা হারুন রশীদ, ইদ্রিস মিয়া প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি